মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-III)

নগর সমন্বয় কমিটির (TLCC)'র সভার কার্য বিবরনী

সভার স্থান ঃ পৌরসভা কাঁলাচাদ সভাকক্ষ।	সভার তারিখ ঃ ২৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ	সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।	সভাপতি ঃ **জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন** মেয়র, মেহেরপুর পৌরসভা।

সভার উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট - 'ক' দ্রষ্টব্য

আলোচ্যসূচী - ১ ঃ বিগত সভার কার্য্য বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ	কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিখিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা	প্রয়োজনীয় সংশোধন (যদি থাকে)	সিদ্ধান্ত
১। কার্যবিবরণী পাঠ করেন জনাব, মোঃ তফিকুল আলম, সচিব, মেহেরপুর পৌরসভা	কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিখিত হয় ও সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।	কোন সংশোধনীর প্রয়োজন নাই	সর্বসম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরনী অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচী - ২ ঃ UGIIP-III এর আওতায় UGIAP বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন।

ক্ষেত্র - ১। নাগরিক সচেতনতা ও তাদের অংশগ্রহণ (Citizen Awareness and Participation)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
১.	ক) TLCC কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনা।	গত ২১ মার্চ/২০১৯ খ্রীঃ তারিখ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল । -পূর্ববর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। -সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMO তে প্রেরন করা হয়। পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১১৫ ধারা	আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর/২০১৯ এর মধ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভার আয়োজন করা হবে । - TLCC এর সম্মানিত সদস্যদের নিয়মিত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য মেয়র মহোদয় সকলকে অনুরোধ জানান। -TLCC এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দদের নিয়মিত উপস্থিত থাকার জন্য সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে অনুরোধ জানান। -পূর্ববর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। -সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMO তে প্রেরন করা হবে ।	মেয়রও সচিব	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		অনুযায়ী মেহেরপুর পৌরসভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভা করা চলমান রয়েছে। TLCC এর সদস্য সচিব ও অত্র পৌরসভার সচিব জনাব মোঃ তফিকুল আলম সভায় জানান যে গত সভায় ৫০ সদস্যের মধ্যে ৪৩ জন সদস্য উপস্থিত আছেন। এর মধ্যে নারী সদস্য উপস্থিত ছিলেন ১৬ জন। মেয়র জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন সকল সদস্যগণকে উপস্থিত থেকে তাকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করা জন্য অনুরোথ জানান। সে প্রেক্ষিতে তিনি সকল সদস্যগণকে পরবর্তী TLCC সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জনান।			
২.	খ) WC কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনা।	- অদ্যকার সভায় জনাব মোঃ তফিকুল আলম, সচিব, মেহেরপুর পৌরসভা বলেন যে, পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অত্র পৌরসভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে WC সভা করার কাজ চলমান রাখা হয়েছে। এপ্রিল-জুন/২০১৯ইং এর ত্রৈমাসিকের WC সভা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কার্যাববরনী তৈরী করা হয়েছে। WC সভা থেকে আগত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো সমাধানের জন্য TLCC এর সদস্য দের মধ্যে আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন চলতি কোয়াটারের সভার কার্যবিবরনী ওয়ার্ড কমিটির	আগামী ৩০ সেপ্টেমবর/২০১৯খ্রিঃ এর মধ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে WC সভার আয়োজন করা হবে । -পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে । সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMO তে প্রেরন করা হবে । বিভিন্ন ওয়র্ডের WC এর সভা থেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। -পরবর্তী কোয়াটারে WC এর সকল সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে মিটিং এর স্থান নির্ধারন করে WC এর সভা ৩০/০৬/২০১৯ইং তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য মেয়র মহোদয় সন্মানীত কাউন্সিলর বৃন্দকে অনুরোধ করেন	সভাপতি/সদস্য সচিব WC	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		সদস্য সচিববৃন্দ প্রস্তুত করেছেন এই এই কার্যবিবরনী আগামী ০৫/০৭/১৯ইং তারিখের মধ্যে PMO তে প্রেরন করা হবে।			
৩.	গ) নাগরিক সনদ (CC) তৈরী / প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করা।	-মেহেরপুর পৌরসভা ছাড়াও জনসাধারনের সুবিধার্থে শামসুজ্জোহা পার্কের সামনে, কলেজ মোড়ে ও থানা মোড়ে নাগরিক সনদ প্রদর্শিত আছে। নির্দেশনা অনুযায়ী উহা সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার বুকলেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং উহা PMO, মন্ত্রণালয়, সকল পৌরসভা, স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল অফিস এবং বিশিষ্ট্য ব্যাক্তি বর্গকে প্রদান করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হযেছে।	সভায় TLCC সদস্য আফরোজা ইসলাম বলেন সকলের মতামতের প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে পৌরসভার সকল ওয়ার্ডে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মেয়র ও সচিব	
৪.	ঘ) তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার সেল কার্যকর রাখা বিষয়ে আলোচনা।	চলতি কোয়াটারে ৯টি ওয়ার্ড থেকে মোট ২৫টি লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগের মধ্যে সবগুলো অভিযোগই নিস্পত্তি হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ৯৭টি অফিযোগ তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার সেলের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে। TLCC এর সদস্য সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর, জনাব হামিদা বলেন, অভিযোগ বক্সটি বর্তমানে নিয়মিতভাবে	বর্তমান তথ্য ও অভিযোগ সেলের প্রথম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার Grievance Redress Cell (GRC) এর সভাপতি ও একজন TLCC এর সদস্যের উপস্থিতিতে অভিযোগ বক্সটি নিয়মিতভাবে খোলা হচ্ছে। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য মতামত দেন যে, প্রতি সপ্তাহে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ নথিভূক্ত করতে হবে এবং সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন।	মেয়র,গণযোগাযোগ সেলের সভাপতিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		খোলা হচ্ছে এবং এই কার্যক্রম সচল রাখার ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান। যে সকল অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তা যথারীতি নথিভূক্ত করা হয়েছে ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ সমুহ কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রাখা হবে। সকল অভিযোগ নিস্পত্তির সময় উভয় পক্ষকে উপস্থিত রাখা এবং সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে উভয় পক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগ/সমাধানকৃত অভিযোগসমুহের বিবরণ TLCC এর সভায় আলোচনা করা হলো।			

ক্ষেত্র - ২ । নগর পরিকল্পনা (Urban Planning)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
৫.	ক) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা।	WC এর সভায় পূর্বের গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে। WC এর সভায় আরো নতুন কিছু প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। গৃহিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবসম্মত হওয়ায় তা সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করে PDP তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত সভার PDPতে আরও নতুন ০৩টি প্রকল্প অন্তভূক্তির বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে ০৩টি প্রকল্প PDPতে অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল। এই সভায় আরও ০২ টি	প্রকল্পের শর্ত মোতাবেক PDPতে প্রকল্প অন্তভুক্তির বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হলো এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত ০২টি প্রকল্প PDPতে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি গৃহিত হলো। প্রকল্প ০২ টি হলো ঃ- ১। বড় বাজার মহিরর হটেল হতে মোজাম্মেলের বাড়ী র রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মান। PDP-298 ২। বড় বাজার মহিরর হটেল হতে মোজাম্মেলের বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি সংযোগ সড়ক নির্মান। PDP-297	মেয়র ও নির্বাহী প্রকৌশলী	

		প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হলো এবং বিস্তারিত আলোচনা শেষে ০২ প্রকল্প PDPতে অন্তভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।			
৬.	খ) উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন বিষয়ে আলোচনা।	ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে নগর পরিকল্পনা ইউনিটের পূর্বের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত সকল সিদ্ধান্ত সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। গত কোয়ার্টারে যে সকল ভবন অনুমোদন হয়েছে এই কাজগুলি সঠিকভাবে তদারকির বিষয়ে আলোচনা হয়।	নগর পরিকল্পনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক সভায় ভবন নির্মান অনুমোদন, তদারকি করা, ঝুঁকিপুর্ণ ভবন চিহ্নিতকরন, খাস জমি, নদীনালার অবৈধ ভরাট, ভবন মালিকদের নির্মান সমাপনী প্রতিবেদন নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী জানান যে , এপ্রিল-জুন ২০১৯ কোয়াটারে ১৫ টি বাড়ীর প্লান অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৬৬ বাড়ীর নক্সা অনুমোদা দেওয়া হয়েছে। বাড়ী নির্মানকারীগন যাতে সঠিকভাবে পৌরসভা হতে অনুমোদনকৃত ডিজাইন মোতাবেক বাড়ী নির্মান করেন সে ব্যপারে পৌরসভার ততপরতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে TLCC র সদস্য জনাব নূরুল ইসলাম বলেন পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করার জন্য TLCC সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তারা পৌরসভার উন্নয়নের কাজের অংশ হিসাবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। তার এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অবকাঠামো কাজের মান ঠিক রাখার জন্য মেয়র মহোদয় TLCC সকল সদস্যদের উন্নয়ন কাজ তদারকী করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। ভবন নির্মান অনুমোদন সহ ভৌত কাজের গুনগত মান যাতে সঠিক থাকে এ ব্যপারে মেয়র মহোদয় পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী সহ TLCC সকল সদস্যদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। উন্নয়ন মূলক কাজ নিয়মিতভাবে তত্ত্বাবধান ও তদারকীর কাজ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র,নির্বাহী প্রকৌশলী ও নক্সাকারক	
৭.	গ) বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য O&M কর্মপরিকল্পনার আওতায় পাঁকা রাস্তা মেরামত ও সংস্কার, কাঁচা রাস্ড়া মেরামত ও সংস্কার, ড্রেন মেরামত ও সংস্কার, অফিস সরঞ্জামাদি, পাম্প স্টেশন, জালানী, যানবাহন ইত্যাদি বাবদ এই অর্থ ব্যয় করা হবে। চলতি কোয়াটারে ড্রেনের উপর স্লাব ,ড্রেন সংস্কার সহ বেশ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম করা হয়েছে । এপ্রিল-জুন/২০১৯ কোয়াটারে O&M খাতে ব্যয়	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের O&M বাজেট অনুসারে সকল উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মোতাবেক মেয়র মহোদয় নির্বাহী প্রকৌশলীকে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার অনুরোধ করেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী	

		হয়েছে=১৫,২২,৪০০/- টাকা। চলদি অর্ধ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে=৬০,৯৬,১৮০/-			

ক্ষেত্র ৩। নারী ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ (Equity and Inclusiveness of Women and Urban Poor)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
৮.	ক) জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	GAP বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক বাজেট ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৫% বেশী ধরে মোট ৯,৭৭,৯৪০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এপ্রিল-জুন/২০১৯ ইং কোয়াটারে GAP বাস্তায়নের জন্য পৌর তহবিল ও প্রকল্পের সহায়তায় দারিদ্র নারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, উঠান বৈঠক, মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করে প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ, শ্রমিক দের বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও লিফলেট বিতরন করা হয়েছে। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন গলি ও মেইন রোডে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৌরসভায় অভিযোগকারী অনেক নারীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।	-নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব খন্দকার জাহিদুল হক বলেন, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করার কাজ চলমান রাখা হয়েছে। -নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব খন্দকার জাহিদুল হক বলেন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পে নির্মান কাজে মহিলা শ্রমিকের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা সহ সমস্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান অব্যাহত আছে। - চলতি কোয়াটারে দারিদ্র ৩০ জন নারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। - GAP বাস্তবায়নের মাসিক/ ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক নিয়মিত PMO'তে প্রেরণের কাজ চলমান রয়েছে। - ডঃ শামসুজ্জোহা পার্কে নারী ওশিশুদের বসার জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণ সহ উন্নত চেয়ারের/বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পার্কে নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত আলোকিত করা হয়েছে - টিএলসিসি সদস্যদের GAP বাস্তায়নের উপর ১ দিনের প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়েছে । -নিয়মিত উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং উঠান বৈঠকে নারীদের ও শিশুদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।	- নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে প্রণীত জেন্ডার এ্যাকশন প্লান বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষন, মাসিক সভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান নিয়মিত চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাবা হামিদা জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় - চলতি কোয়াটারে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির নেতৃত্বে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করা হচ্ছে। GAP বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।	চেয়ার পার্সন এবং সাচিবিক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ও পৌর পরিষদ

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
				- টিএলসিসি সদস্যদের GAP বাস্তায়নের উপর ১ দিনের প্রশিক্ষন ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হবে।	
৯.	খ) দারিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে দরিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনার রুপরেখা বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা হচ্ছে। দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সাচিবিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব খোন্দকার জাহিদুল হক বলেন দরিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প অফিস থেকে অনুমোদন পাওয়া ৬টি বস্তির কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (CAP) অনুযায়ী পূর্ত কাজ করা অনুমোদন পাওয়া গেছে। এই কাজগুলি এস আইসি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। সেই আলোকে এস আইসি'র সহিত মেয়র মহোদয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অচিরেই পূর্ত কাজ শুরু হবে।	- দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব খন্দকার জাহিদুল হক বলেন উক্ত কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করা হয়। সেই সাথে অনুমোদিত বস্তিতে গঠিত বস্তি উন্নয়ন কমিটির সভা নিয়মিত করা হয়। -TLCC এর সম্মানিত সদস্য ও ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান সভায় বলেন, পৌরসভায় অনেক দারিদ্র জনগোষ্ঠি বিদ্যমান। সেখানে প্রকল্প থেকে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম এর পাশাপাশি নিজস্ব তহবিল হতে এই সমস্ত এলাকায় উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম করা উচিত। তিনি পৌর তহবিল থেকে এলাকার দারিদ্র মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করা আহবান জানান।। -TLCC এর সম্মানিত সদস্য এবং দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটির সভাপতি জনাবা মোছাঃ আলপনা খাতুন বলেন মেহেরপুর পৌরসভায় ৬টি এলাকা প্রকল্প হতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যেখানে উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। এই সমস্ত এলাকায় প্রকল্পের সাহায্যে এলাকা আলোকিত করার জন্য ষ্টিট লাইট নির্মান করা হবে। এর বাইরে দারিদ্র এলাকায় এরূপ ষ্টিট লাইট নির্মাণ করার প্রস্তাব দেন।	-পৌর এলাকার বস্তি সমূহের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মমূখী প্রশিক্ষন সহায়তা করার লক্ষ্যে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। - দরিদ্র হ্রাসকরন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত বস্তিসমূহের মধ্যে বস্তি উন্নয়ন কমিটির সভা নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। -চিহ্নিত বস্তি সমূহের মধ্যে বস্তি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে বস্তিসমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় - দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাসিক সভায় সংশ্লিষ্ঠ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর গনের উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত হয়। দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমেনর আওতায় দারিদ্র	দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি এবং পৌর পরিষদ

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
				এলাকায় কিছু কিছু সলিং রোড	
গ)বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বস্তি উন্নয়ন কমিটির (SIC) এর সভা ফলপ্রসু করণ প্রসংগে।	PMO হতে নির্দেশনা অনুযায়ী বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ৬ টি বস্তির অবকাঠামো উন্নয়নের অনুমোদন পাওয়া গেছে। অনুমোদনের আলোকে এই বস্তিতে পূর্তকাজ বাস্তবায়ন হবে। ফুটপাথ, ড্রেন, পায়খানা, ডাষ্টবিন, টিউবওয়েল ও ষ্টিট লাইট এই কাজের মধ্যে রয়েছে। প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার কাজ এই ৬টি বস্তিতে বাস্তবায়ন হবে।	দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাবা মোছাঃ আলপনা বেগম সভাকে জানান যে, পৌর এলাকার ৬টি বস্তিতে উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক ইতি মধ্যে যাবতীয় কাজ শেষ করা হয়েছে। আগামী ১ বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বস্তিতে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে সঠিক সময়ে সম্পন্ন হবে।	প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক গঠিত বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) এর মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পিএমও' তে প্রেরন করা হচ্ছে। বস্তিতে দ্রুত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করার জন্য ইতি মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে চুক্তি পত্র, এসআইসির ব্যাংক হিসাব খোলা সহ পূর্ত কাজের সমস্ত কার্যক্রম শেষের পথে। এসআইসির ব্যাংক হিসাব অর্থ গেলেই মালামালের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। এবং যত দ্রুত সম্ভব পূর্তকাজ শুরু করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতায় একান্ত ভাবে কাম্য।	দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা।	

ক্ষেত্র - ৪। স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি (Enhancement of Local Resource Mobilization)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
১১.	ক) হোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বিষয়ে আলোচনা।	পৌরসভাকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় সন্তোষজন হাওয়া বাধ্যতামূলক। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় হয়েছে ৮৭.৮৫%। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হলো। সকলেই হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়	আদর্শ কর তফশীল ২০১৪ অনুযায়ী নতুন ও সম্প্রসারিত ভবনের অন্তবর্তী কর নির্ধারন কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া আগামী অর্থ বছরে অর্থাৎ ২০১৯-২০অর্থ বছরে জেনারেল এ্যাসেসমেন্ট শুরু হবে । সে ব্যপারে প্রস্তুতি গ্রহন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হলো। বকেয়া ও চলতি পৌরকর ১০০% আদায়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভার সম্মানিত সভাপতি ও	সচিব ও ট্যাক্স শাখা	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগামী অর্থ বছরে এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন। পৌর সভার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সরকারী ও বেসরকারী পৌরকরের মোট দাবী =১,৭১,৯১,৮৭৬/-টাকা। এই দাবির বিপরীতে এপ্রিল-জুন/২০১৯ চুতুর্থ কোয়াটারে মোট আদায়=৪৮,১৩,৯৫৮/- টাকা । ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট আদায় হয়েছে=১,৫১,০৪,০৮৯/-টাকা এবং আদায়ের হার ৮৭.৮৫%। TLCC এর সদস্য ও কাউন্সিলর জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান ও প্যানেল মেয়র, বলেন আগামী অর্থবছরে পৌর কর আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন জরুরী। কর আদায়ে ব্যর্থ হলে পৌরসভা আর্থিকবাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে । তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তিনি মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন।	মেয়র আগামী অর্থ বছরে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আদায় জোরদার করার জন্য পৌর পরিষদ এবং TLCC এর সকল সদস্যদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়ীত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য অনুরোধ জানান। সভার সম্মানিত সভাপতি ও মেয়র মহোদয় আরও বলেন, কর শাখার সকল আদায়কারীকে চলমান ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পৌর কর আদায়ের কার্যক্রম চালানোর জন্য নির্দেশ দেন। সভায় কর আদায়ের অগ্রগতি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সচিবের মাধ্যমে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		
১২.	খ) পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বিষয়ে আলোচনা।	পৌরসভার আওতায় মোট ৪৫৪টি নিজস্ব দোকান ঘর আছে। দোকান ঘর ভাড়া বাবদ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে দাবী (বকেয়া ও চলতি)=৩০,৮৩,১৪০/- টাকা। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত দোকান ঘর ভাড়া বাবদ (বকেয়া ও চলতি) মোট আদায় হয়েছে =২৪,৫৫,০১৫/- টাকা। আদায়ের হার=৭৯.৬২% । ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ট্রেড লাইসেন্সে মোট	সভায় মেয়র মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যদের সাথে আলোচনা করে পৌরসভার মালিকানাধিন দোকানের ভাড়া আদায়ের জন্য পৌরসভার সচিবকে কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন এবং উভয় কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী টিএলসিসি সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সচিব/হিসাব শাখা/ সাধারন শাখা/লাইসেন্স শাখা	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		দাবী ছিল =২৬,৫৫,৬৫১/- টাকা মাত্র। যার বিপরীতে আদায় হয়েছে =২৩,৫১,৩৮২/- টাকা মাত্র। চলতি অত্য বছরে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ১৭৮২ টি। ট্রেড লাইসেন্স আদায়ের হার ৮৮.৫১%। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ৩১টি বিশুদ্ধ খাদ্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বিশুদ্ধ খাদ্য লাইসেন্স বাবদ চলতি অর্থ বছরে আদায় হয়েছে =১০,৭০০/-(দশ হাজার সাতশত) টাকা। এছাড়া অন্যান্য সনদ প্রদান করা হয়েছে ২১টি এবং ফি বাবদ আয় হয়েছে =২০,৬০০/ (বিশ হাজার ছয়শত)-। এপ্রিল-জুন কোয়াটারে বিশুদ্ধ খাদ্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০৫ টি এবং আদায় হয়েছে =১৫০০/-টাকা এবং চলতি কোয়াটারে অন্যান্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০৩টি এবং আদায় হয়েছে =৩০০০/- টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১১৭৭ টি অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং মোট আদায় হয়েছে =৭১০৮১৩/- টাকা। চলতি কোয়াটারে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ৬০১টি এবং আদায় হয়েছে=৪৪১,২৬৪/- টাকা। ঠিকাদারী টেড্র লাইসেন্স জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১০১টি প্রদান করা হয়েছে। যার বিপরীতে =১,৯৬,৭৫০/-(এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজরা পচিশ) টাকা আদায় হয়েছে। এপ্রিল-জুন/২০১৯ কোয়াটারে ৪টি			

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		ঠিকাদারী ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যার বিপরীতে আদায় হয়েছে =৮১০০/-টাকা মাত্র। আগামী অর্থ বছরে কর-বহির্ভুত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।			
১৩.	গ) কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা।	আগামী অর্থ বছরেও মেহেরপুর পৌরসভার কম্পিউটারাইজড হোল্ডিং ট্যাক্স বিল জারির কার্যক্রম চলমান রাখা হবে এবং গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি বিল যথাসময়ে পৌছানোর কাজ চলমান রাখা হবে। -মাসিক ভিত্তিতে ট্যাক্স প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মেয়র মহোয়ের নিকট উপস্থাপন ও PMO তে প্রেরন বিষয়ে সভায় আলোচনা কর হয়।	কম্পিউটারাইজড হোল্ডিং ট্যাক্স বিল জারির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ত্রৈমাসিকের বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিল যথাসময়ে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। TLCC এর সম্মানিত সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর ও কর নিরুপন ও আদায় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি পৌর কর আদায়ের হার যাতে ৯৫% এর উপরে হয় এবং এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর আদায়কারী কর নিরুপন ও আদায় সংক্রান্ত স্থায় কমিটির সকল সদস্যদের বিষেশভাবে অনুরোধ জানান। কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তণ এবং কম্পিউটারে বিল প্রস্তুত করার কাজ চলমান থাকবে। নতুন রেট অনুযায়ী কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রতি কোয়ার্টারে কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট উক্ত বিল প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের কপি প্রকল্প সদর দপ্তরে প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা করে কর আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এ্যাসেসর, **কর আদায়কারী ও সহকারী কর আদায়কারীবৃন্দ।**	
১৪.	ঘ) পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনা।	পানির বিল আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাইকিং, প্রচারণা করাসহ TLCC ও WC এর সভায় নিয়মিত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পানির বিল পরিশোধ না করলে পানির	মেহেরপুর পৌরসভায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পানি শাখার চলতি ও বকেয়া সহ মোট দাবীর পরিমান =৭২,৫২,৭১৫/-টাকা। যার মধ্যে বকেয়=১৪,২৮,৪১৯/- এবং চলতি=৫৮,২৫,২৯৬/-টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট আদায়=৫৭,১১,৫২৭/-টাকা। আদায়ের হার হার	ওয়াটার সুপার ও বিল ক্লার্ক	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণসহ সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই ধারা অব্যহত থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। -প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরী করে মেয়র এর নিকট উপস্থাপন ও PMO তে প্রেরণ করা হয়েছে ।	৭৮.৭৫.০৫%। প্রকল্পের শর্ত মোতাবেক পানির বিল আদায় করা সম্ভব হয়েছে । পানির বিল আদায় অব্যহত রাখার জন্য মাইকিং করা, টিম গঠন করে পানির বিল আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। পানি সরবরাহ শাখার পানি সুপার জনাব মোঃ মাসুদ রানা বলেন সংযোগ বিচ্ছিন্নসহ গ্রাহকদের নিকট থেকে বকেয়া আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভাকে অনুরোধ জানান। বকেয়া পানির বিল আদায় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে বকেয়া পানির বিল আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ভারপ্রাপ্ত পানি সুপারকে অনুরোধ করা হয়। পৌরসভায় কোন কোন এলাকায় পানির সংযোগ লাইন না থাকায় এ ব্যাপারে TLCC এর সম্মানিত সদস্য ও প্যানেল মেয়র জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান বলেন, যেসব এলাকায় পানির সংযোগ লাইন নাই, সেসব এলাকায় নতুন করে পানির সংযোগ লাইন এর ব্যবস্থা গ্রহনসহ, পানির বিল আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মইকিং, প্রচারণা করাসহ একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে সে মোতাবেক আদায়ের অগ্রগতি TLCC ও WC এর সভায় নিয়মিত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পানির বিল পরিশোধ না করলে পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণসহ বকেয়া গ্রাহকের বাসার সামনে লাল পোষ্টার লাগানোসহ সকল ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই ধারা অব্যহত থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		

ক্ষেত্র ৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও স্থায়িত্বশীলতা (Financial Management, Accountability and Sustainability)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
১৫.	ক) কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রশিক্ষন/অরিয়েন্টেশনের ব্যবস্হা	১। অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাহেব মেহেরপুর পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন/অরিয়েন্টেশনের গুরুত্ব	১। পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন/অরিয়েন্টেশনের জন্য নিয়ামক কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক UGIIP-III এর মাধ্যমে প্রশিক্ষন/অপিয়েন্টেশন গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	মেয়র,মেহেরপুর পৌরসভা।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
	গ্রহন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা।	অপরিসিম। বিধায় সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষন গ্রহনের জন্য নিয়ামক কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক উইজিআইপি-৩ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষন/অপিয়েন্টেশন গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।			
১৬.	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা।	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায় হার সন্তোষ প্রকাশ করতঃ আগামী ২০১৮-১৯ র্অথ বছরে পৌরসভার সকল রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়। এ বছর প্রকল্পের শর্ত মোতাবেক ৮৫% এর উপরে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করা সম্ভব হয়েছে। আগামী বছর এ ধারা যাতে অব্যাহত থাকে সে ব্যাপারে সকলকে আন্তরিক থাকার জন্য বলা হয়।	সভাপতি সাহেব মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনা ক্রমে পৌরসভার যাবতীয় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।	মেয়র/সচিব মেহেরপুর পৌরসভা।	
১৭.	গ) কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা।	কম্পিউটারাইজড হিসাব ব্যবস্থা চলমান রাখা হয়েছে । এপ্রিল-জুন/২০১৯ইং মাসের Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন এবং PMO তে প্রেরণ করার সিদ্দান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে এবং ০৭/০৭/২০১৯ইং তারিখের মধ্যে	প্রতি মাসের শেষে Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন করা এবং PMO তে প্রেরণ করার কাজ চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	**হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা**	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		PMO তে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।			
১৮.	ঘ) বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ বিষয়ে আলোচনা।	প্রকল্পের শর্তানুযায়ী নিয়মিত ভাবে বিদ্যুৎ বিল ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করা হচ্ছে। ৩০ জুন/২০১৯ এর মধ্যে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলের ৯০% পরিশোধ করতে হবে। বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিলসমুহ পরিশোধ করার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে মোট =৭৯,০০,৭১২/- টাকার বকেঃয়া বিদ্যুৎ বিল পাওয়া গেছে। যার মধ্যে =৭০,১৭,৫৬৫/-টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধের হার=৮৮.৮২%। অবশিষ্ট =৮,৮৩,১৪৭/-টাকা অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো। টেলিফোন বিল ১০০% পরিশোধ করা হয়েছে।	প্রকল্পের শর্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ বিল ৮৮.৮২% এবং টেলিফোন বিল ১০০% পরিশোধ করা হয়ে। বিদ্যুৎ বিল ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করায় অত্র সভা সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এই বিল বকেয়া না পড়ে এবং বিল পরিশোধের ধারা বাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন।	মেয়র,সচিব, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
১৯.	ঙ) স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন বিষয়ে আলোচনা।	স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টারে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদ সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো ।সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। স	ইতোমধ্যে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদের হালনাগাদ করা হয়েছে। হালনাগাদ তথ্যাদিতে পৌরসভার ভূ-সম্পত্তি, ভবনাদি, যানবাহন, পানি সরবরাহ শাখার সম্পদসহ পৌরসভার রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট ও ড্রেনের তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে। স্থায়ী সম্পদের অবচয় হিসাব খোলা হয়েছে। হিসাব নং-পূর্বালী ব্যাংক চলতি হিসাব নং-২৯২৭-১। সভায় স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টারে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদ সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং অবচয় হিসাব সঠিক ভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মেয়র,সচিব,হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
২০.	চ) সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ বিষয়ে আলোচনা।	**BMDF** নিকট থেকে =১,০৯,৪৬,৫১৫/- টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল। যার বিপরিতে =১,০৪,৪২,২১৫/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বকেয়া আছে=৫,০৪,২৪০/- টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মধ্যে উক্ত বকেয়া টাকা পরিশোধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	প্রকল্পের শর্ত মোতাবেক আগামী অর্থ বছরে **BMDF** এর ঋণ ৯০% এর উপরে পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র,সচিব, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	

ক্ষেত্র ৬। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা (Administrative Transparency).

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
২১.	ক) স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	৩০ জুন/২০১৯ পর্যন্ত সকল স্থায়ী কমিটির সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে । অত্র পৌরসভাার ১১টি স্থায়ী কমিটি আছে । উক্ত স্থায়ী কমিটি সকল সভা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর-২০১৯ মধ্যে সকল স্থায়ী কমিটির সভা যথা সময়ে করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	অত্র পৌরসভায় ১১টি স্থায়ী কমিটি আছে। উক্ত স্থায়ী কমিটির এপ্রিল-জুন/২০১৯ইং মাসের সকল সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী কোয়াটারে অর্থাৎ ৩০সেপ্টেম্বর/২০১৯ এর আগে সকল স্থায়ী কমিটির সভা করার জন্য মেয়র মহোদয় সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ জানান।	সকল স্থায়ী কমিটির সভাপতি	
২২.	গ) সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IT ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা।	২০০৯খ্রিঃ হতে মেহেরপুর পৌরসভায় ট্রেড লাইসেন্স , পানির বিল, পৌর কর, হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার পুরো-পুরি চালু রয়েছে। পৌরসভার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রত্যাহ হালনাগাদ করার জন্য পৌর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা জনাব মোঃ সানোয়ার হাসান'কে দায়িত্ব দেয়া হয়। জন্ম-মৃত্য সনদ কম্পিউটারে রেকর্ড রাখা এবং অগ্রগতি বিষয়ে	এই কার্যক্রমের আওতায় কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফটওয়ার চলমান আছে। চলতি মাসেই নতুন সফটওয়ার ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে এই সেবা সমূহগুলো আরো গতিশীল করা হবে। মেহেরপুর পৌরসভার ওয়েবসাইট খোলা আছে যার ঠিকানা www.meherpurmunicipality.com যে কেউ চাইলেই পৌর ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন সে সব বিষয়ে সহজীকরন করা হবে । এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়া সফটওয়ার ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে এই সেবা সমূহগুলো আরো গতিশীল করার সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়।	মেয়র, সচিব ও পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টার।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		বিস্তারিত আলোচনা হয়।			

ক্ষেত্র ৭। পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখা (Keeping Essential Pourashava Services Functional)

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
২৩.	ক) বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মেহেরপুর পৌরসভার বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। টিএলসিটি সদস্য চায়না খাতুন ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য মেয়র মহোদযকে অনুরোধ করেন। এই বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সকলে তার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। বর্জ্য অপসারনের ক্ষেত্রে মেহেরপুর পৌরসভায় নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এপ্রিল-জুন /২০১৯ কোয়াটারে ব্যয় হয়েছে =১২,৬৬,২৮০/- টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে =৫০,৬৮,৮২৫/- টাকা। বাজেট সঠিকভঅবে ব্যয় হয়েছে এবং বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ কাজে পৌরসভার প্রতি সন্তোষ্টি	মেহেরপুর পৌরসভার ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	মেয়র ,সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী ও কঞ্জারভেন্সী ইন্সেপেক্টর।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।			
২৪.	খ) ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা।	ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য মেহেরপুর পৌরসভার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষনাবেক্ষনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হলো। এ কাকে সকলে সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন এ ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় আগামী অর্থ বছরের জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা হয়। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে পৌরসভার প্রতি সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন। TLCC সদস্য হাসিনা খাতুন পৌরসভার ড্রেন পরিস্কার পরিচ্চনের ব্যাপারে সন্তোাষ্টি প্রকাশ করেন । সেই সাথে তিনি ড্রেনের সাথে যাদের সুয়ারেজ লাইন আছে সেই সকল লাইন অপসারনের জন্য মেয়র মহোদয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। মেয়র মহোদয় এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে সভাকে অব্যাহিত করেন। চলতি অর্থ বছরের ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে । ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এপ্রিল-জুন/২০১৯ কোয়াটারে ব্যয় হয়েছে=১০,২২,৩৫০/-টাকা এবং ড্রেন পরিস্কারে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট	চলতি বছরে পৌরসভার ড্রেন ভাল ভাবে পরিস্কার করা হয়েছে। যার কারনে এ বছর বৃষ্টি হলেও শহরের কোথাও পানি জমে থাকতে দেখা যায়নি। কিছু সমস্যার জন্য পৌরসভার যে সকল ড্রেন এখনও পরিস্কার হয়নি সেগুলো পরিস্কার করতে হবে। ড্রেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা করার জন্য মেয়র মহোদয় পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশ দেন এবং সেই কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত ড্রেন পরিস্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মেয়র ও সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী ও কঞ্জারভেন্সী ইন্সেপেক্টর।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		ব্যয় হয়েছে=৪৩,৪০,০৩০/- টাকা।			
২৫.	গ) সড়ক বাতি কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনা।	শতভাগ সড়ক বাতি নিশ্চিত করণে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এ ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়। চলতি বছরে চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। বাতি পরিদর্শকের রির্পোট অনুযায়ী স্থাপিত সড়ক বাতিগুলো সচল আছে। পৌরসভার ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার নিমিত্তে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এপ্রিল-জুন/২০১৯ কোয়াটারে সড়ক বাতি সচল রাখার জন্য ব্যয় হয়েছে=৭,২৩,০৯০/-টাকা এবং সড়ক বাতি সচল রাখার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে=২৮,৬৮,৯৩২/-টাকা।	বর্তমানে পৌরসভায় ৯০ ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ লাইন কার্যকর আছে। বাকি এলাকাতেও পর্যায় ক্রমে সড়ক বাতি কার্যক্রর করা হবে। TLCC অধিকাংস্য সদস্য বর্তমানে সড়ক বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা কাজে পৌরসভার প্রতি সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।	মেয়র ও সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী	
২৬.	ঘ) অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team কার্যকারি করণ বিষয়ে আলোচনা।	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team এর কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক সরেজমিনে নিয়মিত পরিদর্শন করে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team এর কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক মেরামত যোগ্য কার্যাদি সম্পন্নের জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক সকল মেরামত যোগ্য কার্যাদি বাস্তবায়নে Mobile Maintenance Team কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন এবং মেহেরপুর পৌরসভার ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারি করণ কাজে পৌরসভার প্রতি সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী মেহেরপুর পৌরসভা।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	মন্তব্য
		যা; প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এপ্রিল-জুন/২০১৯ কোয়াটারে ব্যয় হয়েছে =৩,৫৮,০০০/-টাকা এবং এ খাতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে=১৪,৯৮,০০০/- টাকা।			
২৮	ক) স্যানিটেশন কার্যক্রম অব্যহত বিষয়ে আলোচনা।	মেহেরপুর পৌরসভার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্যানিটেন ব্যবস্থাপনার এ ধারা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেহেরপুর পৌরসভার নিয়মিত স্যানিটেশন কার্য্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এপ্রিল-জুন/২০১৯ কোয়াটারে ব্যয় হয়েছে=১,৭৩,৮০০/-টাকা এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে=৬,৯৯,৬১৮/-টাকা।	মেহেরপুর স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে মেহেরপুর পৌরসভার স্যানিটেশন কাজের প্রতি সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জোর সুপারিশ করেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী,মেহেরপুর পৌরসভা।	

আলোচ্যসূচী - ৩ ঃ বিবিধ

ক্রঃ	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের	মন্তব্য

নং				জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি	
১	পৌরসভা নিয়ন্ত্রিনাধীন শামছুজ্জোহা পার্কের উন্নয়ন বিষয়ে বিষয়ে আলোচনা।	শামছুজ্জোহা পার্কের উন্নয়ন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হলো।	সকলের আলোচনার প্রেক্ষিতে মেয়র মহোদয় সভাকে অবগত করান যে,শামছুজ্জোহা পার্কের উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। পার্কের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	মেয়র,পরিষদ ও নির্বাহী প্রকৌশলী মেহেরপুর পৌরসভা।	
২	মশক নিধন বিষয়ে আলোচনা।	TLCC এর প্রায়ই সকল সদস্য মশা নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মেয়র মহোদয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। সকলে জানান যে, মশা যদি নিয়ন্ত্রেনে রাখা যায় তাহলে অনেক রোঘ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। । তাই সকল এলাকায় মশা নিধন কার্যক্রম জোর দার করার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান।	মশা নিধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মেয়র মহোদয় তাৎক্ষনিক পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেন দেন।	সচিব ও নির্বাহী প্রকৌশল	

৩	কসাই খানা নির্মাণ প্রসংগে।	মেহেরপুর পৌরসভায় দীর্ঘদিন কোন স্বাস্থ্যসম্মত কসাইখানা ছিল না। বর্তমান পরিষদ ক্ষমতা গ্রহনের পর পরই কসাইখানা নির্মানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করে । সে মোতাবেক টেন্ডার আহ্বান করা হয়। বর্তমানে কসাই খানার কাজ প্রায় সমাপ্ত। মেয়র মহোদয় সভাকে অব্যহত করেন যে,আগামী কোরবানীর আগেই কসাইখানার শুভ উদ্যোবধন করা হবে।	কসাইখানা উদ্যোবধনের পর বিধি মোতাবেক কসাইখানা পরিচালনার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো।	পৌর পরিষদ ও প্রকৌশল বিভাগ।	

মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন
মেয়র
মেহেরপুর পৌরসভা।
মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৬-০৩৭৬৩৮
ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৭৯১-৬২১৯৯।

স্মারক সংখ্যা/মেপৌ/সাধা/২০১৯ /৪০৮ (৫২)　　　　তারিখঃ ২৫/০৬/২০১৯ইং ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলঃ

১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরন (সেক্টর) প্রকল্প
এলজিইডি ভবন,আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

২। জনাব .... সদস্য, TLCC কমিটি, মেহেরপুর পৌরসভা।

৩। অফিস নথি। +